দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 05 SEP 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

125

মহাপরিচালকের মহানির্দেশ !

কল্যাণ সাহা ।। বন্যায় ভাসছে দেশ। এরই মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার মহাপরিচালকের এক 'মহানির্দেশ' পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন দেশের বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলের হাজার হাজার শিক্ষক। ছুটছেন তারা মহাপরিচালকের দপ্তরে, রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরে।

নির্দেশটি হচ্ছে, স্থানীয় রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক 'বিশেষ পরিদর্শন' প্রতিবেদনের দফাওয়ারি জবাব নির্দেশপত্র প্রাপ্তির ৩ দিনের মধ্যে বিশেষ বাহক মারফত মহাপরিচালকের দপ্তরে পৌছাতে হবে। পৌছাতে ব্যর্থ হলে 'সরকারি অনুদানের' টাকা বন্ধ করে দেয়া হবে।

১৯৯৭ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে সারা দেশের বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক 'বিশেষ পরিদর্শন' করা হয়। নির্দেশ অনুযায়ী বিশেষ পরিদর্শন প্রতিবেদনের এক কপি স্কুলপ্রধানকে সরবরাহ করার কথা। কিন্তু তা করা হয়নি। পরিদর্শন প্রতিবেদন সরবরাহ করা না হলেও জবাব চাওয়া হয়েছে মাত্র ৩দিনের মধ্যে। দিশেহারা শিক্ষকরা এখন 'পরিদর্শন প্রতিবেদনের' কপি সংগ্রহের জন্য ঢাকায় রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরে ভিড় করছেন।

গত বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা থেকে

মহানির্দেশ ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৮

মহানির্দেশ ঃ মহাপরিচালকের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দীর্ঘ লাইনে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে শিক্ষকরা অডিট অধিদপ্তর থেকে দপ্তরের সংশ্লিষ্টদের 'সন্তুষ্ট' করে প্রতিবেদনের 'ফটোকপি' সংগ্রহ করেছেন। ভুক্তভোগী শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ জানান, প্রতিবেদনের কপি সংগ্রহ করতেই লেগে যাচ্ছে ২ দিন। ৩ দিনের মধ্যে জবাব দেয়া কিভাবে সম্ভব? তারা জানান, মহাপরিচালকের দপ্তর থেকে বলা হয়েছে তাদের কিছু করার নেই, কারণ এটা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ (স্মারক নং শাঃ ৪/১০ এম-৮/৯৮/৮০৫ শিক্ষা তাং-১৪-৭-৯৮)। মহাপরিচালকের (স্মারক নং ৪/জি/৬৩-ম/৯৮/১৭৯০৪/২০০০-ম)।